The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের সহাবস্থান কিপ্রকারে সম্ভব?

Baijayanta Bhattacharjee
Ph.D. Research Scholar, Department of Education, School of Education and Training, Central University of Karnataka
DOI: **https://doi.org/10.70798/tgjct/010300006**

সারসংক্ষেপ

ভারতের নবীনতম শিক্ষানীতি যে দুটি ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলি হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র। নীতিটি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই দুটিকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই দুটি ইতিহাসের দুই ভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী। গবেষণা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কিভাবে একটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্য এবং একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ একই শ্রেণীকক্ষে বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাঠ্যে এবং মানসে সমন্বিত হয়ে শিক্ষার অগ্রগতির সহায়ক হবে?

এই গবেষণাপত্র সেই লক্ষ্য স্থির করে পাঁচটি প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রমূলক গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবে। গ্রন্থগুলি হল বৃহস্পতিসূত্র, শুক্রনীতিসার, বিদূরনীতি, অর্থশাস্ত্র ও ভাগবদগীতা। এই গ্রন্থগুলির নীতিনির্দেশ, বিশেষ করে আজকের দিনের শ্রেণীকক্ষে উপযোগী যেইগুলি, সেইগুলিকে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক সমস্যাসমূহের কোনোরকম সমাধান করতে পারে কিনা সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করবে।

অতঃপর, এই গবেষণাপত্র শিক্ষায় এই দুটি ক্ষেত্রের নীতিমূলক বিষয়ের সমন্বয়সাধন সুষ্ঠুভাবে করার উপায়কে শিক্ষানীতির লক্ষ্য, অন্যান্য গবেষণালব্ধ ফলাফলের উদাহরণ এবং যুক্তির সাহায্যে অনুসন্ধান করবে। উদ্দেশ্য শ্রেণীকক্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে সমস্যার সৃষ্টির নিবারণ। তা হলে, পরে প্রতিষেধকের চিন্তাই করতে হয় না। এই অনুসন্ধানের ফলে যে সব তথ্য উঠে এসেছে সেগুলি গবেষণা জগতে প্রায় অনন্য এবং প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরন্তর প্রাসঙ্গিকতা প্রকাশ করে।

প্রধান শব্দসমূহ: *আত্মবান, ধর্ম, নীতিমূলক, উদ্বেগ, শিক্ষানীতি (২০২০), বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ*

ভূমিকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তৎসম্পর্কিত সফটওয়্যার সমূহের যদিও ২০১০ সালের পর থেকে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে ব্যবহার হতে থাকে (রোজার, ২০২২ গৃহীত ৬/১১/২০২৫), তবুও একথা বলা প্রয়োজন যে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' পরিভাষাটি আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল (সিং, ২০২৩ গৃহীত-১৯(২০২৫/১১/। অর্থাৎ, এর ধারণাটি আদৌ নতুন নয়। যদি দৃষ্টি বেশ অনেকটা পশ্চাদ্গামী করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে 'অটোমেটন' নাম দিয়ে প্রাচীন গ্রিসে কিছু কাষ্ঠনির্মিত প্রাণী ও যন্ত্রের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল যা নিজের থেকেই নির্ভরযোগ্যভাবে চলতে সক্ষম হবে কিন্তু তা কল্পরাজ্যের অংশ ছাড়া কিছু ছিল না (ডেভেসকা, ২০১৩ পৃ-৫৫)। 'অটোমেটন' হল মানবসৃষ্ট এক ধরণের যন্ত্র যা মানুষ চালু করে দেওয়ার পর থেকে মোটামুটিরকম নির্ভরযোগ্যভাবে নিজেই নিজেকে চালনা করতে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষেও এরকম প্রচেষ্টা প্রাচীন কালে হয়েছিল বলে কয়েকটি গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এরকম একধরণের যন্ত্রকে প্রাচীন ভারতে 'ভূত বাহন যন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়েছিল (রয়, ২০২১ পৃ-১০২৬৫)। কিছু সময় পরে প্রাচীন চিনে এবং মধ্যযুগের ইসলামিক মেসোপটেমিয়াতেও এধরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। এই সমস্ত যন্ত্রগুলি জল অথবা বাষ্পের সাহায্যে চালিত করা হত। এই সমস্ত সৃষ্টিগুলি কৃত্রিম হলেও এদের কোনো রকম বুদ্ধিমত্তা ছিল বলে গবেষণামূলক সাহিত্যে জানা যায় না। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নির্ভরযোগ্যভাবে চালিত হতে পারে এরকম যন্ত্র আবিষ্কারের প্রতি বিদ্যমান আগ্রহ।

তবে বর্তমানের সংগণক (কম্পিউটার) ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে ধরণের তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে তা মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করে কাজ করতে পারবে - এরকম ধারণার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে (আনসের ও আদেবায়, ২০২৫ পৃ-১-২)। যদিও বর্তমানে বেশ কিছু 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' (কৃবু) চালিত আপ্লিকেশন ব্যবহার করা হচ্ছে, গবেষকদের মতে এগুলি হল 'সংকীর্ণ কৃবু' (দামার এবং আর্নে, ২০২৪

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পৃ-৮৬-৮৭)। অর্থাৎ এখানে মানুষের পরিচালনা প্রয়োজন। 'সাধারণ কৃবু' হল সেই স্তর যেখানে কৃবু চালিত ব্যবস্থা একেবারে মানুষের মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করতে পারবে। 'অতিরিক্ত (সুপার) কৃবু' স্তরে এধরণের যন্ত্রগুলির বুদ্ধিমত্তা মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে গবেষকরা মনে করেন। তবে এই সাধারণ ও অতিরিক্ত স্তরটি ভবিষ্যতের এক্তিয়ারে রয়েছে। বর্তমানে সংকীর্ণ স্তরেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান তাই এই পত্রটি সংকীর্নার্থেই প্রযুক্তিটিকে গ্রহণ করবে।

২০২২ সালে জননকারী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ায় (ওপেন এআই, ২০২২ গৃহীত ৬/১১/২০২৫) শিক্ষার জগতে একটি আলোড়ন পড়ে গেছে। কেন? এই তন্ত্রটিকে 'এটা করে দাও', 'ওটা বানিয়ে দাও' বললে সংগণকের দ্বারা সম্ভব বহু কাজই করে দিতে পারে। এই তন্ত্রটিকে ব্যবহার করে একজন ছাত্র বা গবেষক তার নিজস্ব অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারবে। চিন্তার বিষয় এটাই যে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার ওপর ভরসা কমে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরশীল হয়ে পড়বে, বিদ্যালয়ের নিয়োজিত কর্ম নিজেরা করবে না, পরীক্ষায় কোনো না কোনও ভাবে এই প্রযুক্তিকে নকল করতে ব্যবহার করবে এবং এগুলি রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। গবেষকরা চাইলে ব্যাপক আকারে অন্যের লেখা নকল করতে পারবে - এটি উচ্চশিক্ষায় চিন্তার বিষয় (এলালি ও রাচিদ, ২০২৩ পৃ-১)। এছাড়াও সাধারণভাবে কৃবু দ্বারা সৃষ্টি উত্তর কতটা নির্ভরযোগ্য সেটি আরেকটি সমস্যার বিষয় এবং কি কলনবিধি ব্যবহার করে উত্তর চয়ন করে এই সব তন্ত্র - সেগুলি কতটা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সেটিও একটি প্রশ্ন।

এই গবেষণাপত্রটি এইধরণের প্রশ্নগুলির ওপর দৃষ্টি রেখে ভারতীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্য কোথায় এবং কিভাবে সমাধান এনে দিতে পারবে সেই ব্যাখ্যায় একাগ্র হবে। পত্রটি আটটি ভাগে বিভক্ত: সর্বপ্রথম ভূমিকা, তারপর সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা, উপসংহার ও সর্বশেষে তথ্যসূত্র।

সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা

ইলক্কা তুয়োমি (২০২২ পৃ-৬১২) মনে করেন যন্ত্রশিখনে কারো ব্যক্তিত্বের স্বাভাববৈশিষ্ট ব্যবহার করার সাথে সেই ব্যক্তির প্রতি কলনবৈধিক অন্যায্যতার প্রশ্ন ওঠে না, বরং সামষ্টিক স্তরে যান্ত্রিক ভাবে একটি সমাজের মানুষদের শ্রেণীবিভাগ গড়ে ওঠে যা প্রথাগত ন্যায্যতার বিরোধী। তবে কিছু গবেষকগণ কিন্তু কৃবুর কলনবিধির দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের ফলে ব্যক্তিস্তরে কারো রাজনৈতিক মতবাদ, জাতিগত তথ্য, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও যৌনতার অভিমুখতা অনুমিত হতে পারে যদি তাঁর ব্যক্তিগত কার্যকলাপের তথ্যগুলি কোনো কৃবু ব্যবস্থা হস্তগত করতে পারে (মুতা এবং অন্যান্যরা, ২০২৩ পৃ-১১৮০)। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে অনায্যতা ও অনৈতিকতার প্রশ্ন উঠবে। ঝাই এবং অন্যান্যরা (২০২৪ পৃ-২২-২৩), তাঁদের পর্যালোচনা নিবন্ধে শিক্ষায় কৃবু অন্তর্ভূক্তিকরনের ক্ষেত্রে অতিনির্ভরশীলতাকে একটি বড়ো সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ, মিথ্যা ধারণা ও তথ্য সৃষ্টি, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ামূলক দক্ষতার ঘাটতি, উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ, নিম্নমানের পরিষেবা প্রদান, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতার ঘাটতি, স্বাধীন চিন্তাশক্তির অবনতি, কুম্ভীলকবৃত্তি ও নকলকরণ এপ্রযুক্তির সাহায্যে এই ধরণের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ গবেষণা ও নীতিনির্ধারণা জগতে বড়ো সমস্যার আকার ধারণ করেছে (কয়াল্ল এবং অন্যান্যরা, ২০২৪ পৃ-৪)। গিয়ারমলেও এবং অন্যান্যরা (২০২৪, পৃ-১০-১৮) তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক পর্যালোচনা নিবন্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক সমস্যাগুলিকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হলো, পরিকল্পনাগত দিক থেকে নৈতিক সমস্যা এবং মানুষ ও কৃবুর মিথষ্ক্রিয়াগত দিক থেকে নৈতিক সমস্যা। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা যেমন: পক্ষপাতদুষ্ট উপাত্ত, কলনবিধিগত ন্যায্যতা, পাশ্চাত্যকেন্দ্রিকতা ও সাংস্কৃতিক একরূপতা, অসম অংশগ্রহণ, সুগম কৃবু, কার্যকরী মানুষ-কৃবু মিথষ্ক্রিয়া, কৃবুর নৈতিক কর্তৃত্ব ও আইনি বৈধতা, কৃবুকে অস্ত্রে পরিণতকরণ ও অনর্থক ব্যবহার, অসম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা, মানুষের কাজের অবাধ যান্ত্রিকীকরণ এবং আরো বেশ কিছু উদ্বেগজনক বিষয় উত্থাপন করেছেন। তবে যেকটি এইমাত্র উল্লেখিত হল তার প্রায় প্রত্যেকটিই শিক্ষা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক।

কিছু গবেষক অবশ্য সমাধানের পথ নিয়েও আলোচনা করেছেন। গোসেন ও বুলুত (২০২৪ পৃ-৪৬৩) শিক্ষক শিখনে সক্রেটিসের সংলাপমূলক সক্রিয় শিখনের পদ্ধতি অবলম্বন করে, গঠনমূলক অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষনরত শিক্ষকদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষককে একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। একটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষনরত শিক্ষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকৃত পরিবেশের ওপর কুপ্রভাব বিস্তাররের সম্ভবনা ব্যক্ত করেছেন (ভারতিয়াইনেন এবং অন্যান্যরা, ২০২৪ পৃ-৮৫-৮৬)। তবে এনারা বিচারবুদ্ধিমূলক প্রেক্ষাপট থেকে সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণকে শিক্ষক শিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন যাতে আজকের সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়। তবে কি ভাবে তা করা যেতে পারে সে ব্যাপারে কোনো দিকনির্দেশ দেননি। ইসের এবং অন্যান্যরা (২০২৪

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পৃ-৫৮৯-৯১) ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের অন্তর্গত 'ধর্মের' ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব সেটি আলোচনা করেননি।

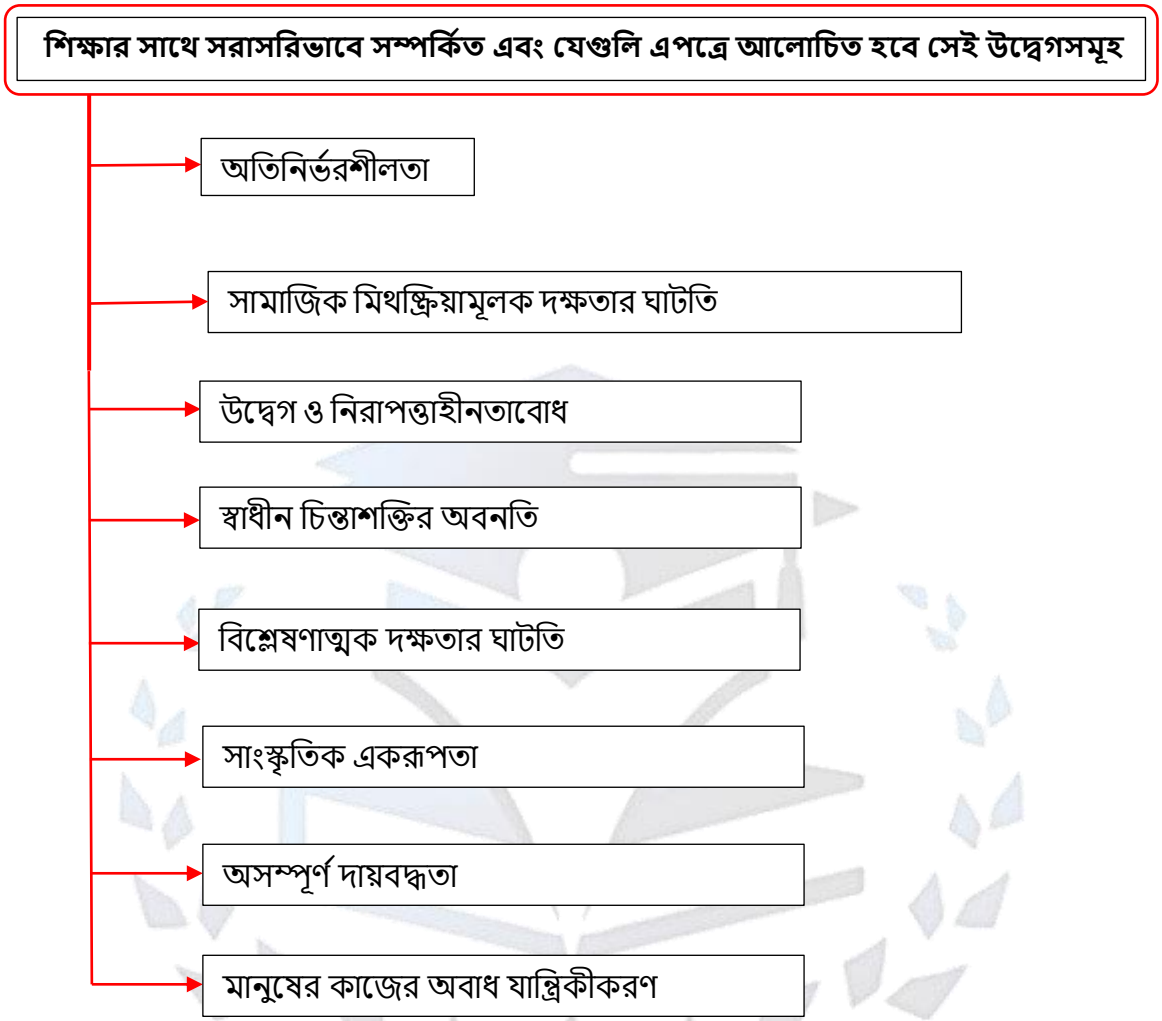

রেখাচিত্র-১: শিক্ষা সম্পর্কিত ও এপত্রে আলোচিত উদ্বেগসমূহ

গবেষণার উদ্দেশ্য

- প্রাচীন ভারতের নীতিমূলক গ্রন্থগুলি আজকের শিক্ষায় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাজনিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে কতদূর সক্ষম তা বর্তমান শিক্ষানীতির (২০২০) নিরিখে, নীতিমূলক গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে, যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।
- বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরপর্যন্ত পাঠক্রমে কিরূপে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রকে সমন্বিত করা যায় তার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

গবেষণা প্রশ্ন

- প্রাচীন ভারতের নীতিমূলক গ্রন্থগুলি আজকের শিক্ষায় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাজনিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে কতদূর সক্ষম?
- বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরপর্যন্ত পাঠক্রমে কিরূপে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রকে সমন্বিত করা যায়?

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাটি গুণগত প্রকৃতির এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণাত্মক একটি অনুশীলন। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ একটি নিয়মতান্ত্রিক এবং নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিমূলক মাধ্যম যা শাব্দিক, চিত্রগত ও নিহিত উপাত্ত থেকে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে যাতে করে কোনো বিশেষ ব্যাপারকে বিবৃত অথবা সংখ্যায় ব্যক্ত করা যায় (ডাউন-ওয়ামবোল্ট, ১৯৯২ পৃ-৩১৪, বেংটসনে উদ্ধৃত)। সাম্প্রতিক সময়ে বেংটসন (২০১৬ পৃ-৯) গবেষণামূলক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের একটি চতুষ্ক্রমিক পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। ক্রমটি এরূপ - পরিকল্পনা -- তথ্য সংগ্রহ -- তথ্য বিশ্লেষণ -- প্রতিবেদন নির্মাণ। এই গবেষক এই পত্রের জন্য বেংটসনের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করবে। ক্রমানুসারে এপত্রের উদ্দেশ্যানুযায়ী বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ধাপগুলিকে তুলে ধরা হল:

১.পরিকল্পনা:

- লক্ষ্য : ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
- নমুনা : *বৃহস্পতিসূত্র, শুক্রনীতিসার, বিদূরনীতি, অর্থশাস্ত্র* ও *ভগবদগীতা*
- বিশ্লেষণের একক : উপরিউক্ত এক একটি গ্রন্থ
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি : চাক্ষুষ পাঠ
- বিশ্লেষণ পদ্ধতি : তথ্য নিষ্কাশন ও তার ভিত্তিতে তত্ত্ব গঠন
- ব্যবহারিক নিহিতার্থ : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের সুসমন্বয়

২.তথ্য সংগ্রহ:

- উপরিউক্ত পাঁচটি প্রাচীন ভারতীয় নীতিমূলক গ্রন্থের চাক্ষুষ পাঠ, প্রাসঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও এপত্রে উপস্থাপন।

৩.তথ্য বিশ্লেষণ:

- নীতিনির্দেশাবলী নিষ্কাশন ও উদ্ধৃতকরণ
- ভারতীয় শিক্ষানীতি ২০২০র দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির বিচারকরণ
- নীতিনির্দেশাবলীর শ্রেণীকরণ
- সমন্বয়ের সম্ভাব্যতার পর্যালোচনা

৪.প্রতিবেদন নির্মাণ:

- গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফলের আলোচনা এবং সত্যকার অর্থে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও ভারতীয় জ্ঞান তন্ত্রের সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন

গবেষণায় বিচ্ছেদ

শুরুতেই বলা যাক সক্রেটিসের সংলাপমূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলি। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে একাধিকবার দেখা যায় যে সক্রেটিসের শিষ্যরা তাঁর থেকে দূরে চলে গেলে তাদের আর সেই নৈতিক বিচারবুদ্ধিগুলি থাকে না যেগুলি সক্রেটিসের সাথে নিয়মিতভাবে আলোচনা করে তারা অর্জন করে (জেলিনভা ও বিজন, ২০২৪ পৃ-৩)। নৈতিক শিক্ষা এরকম অস্থায়ী হলে শিক্ষার্থীরা আদৌ নীতিনৈতিকতা শিখে ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলিতে কাজে লাগাতে পারবে না। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশরক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শনে পাওয়া যায় না। ট্রেস (১৯৯৮ পৃ-৬৯-৭৫) বহু প্রচেষ্টা করেও বিংশ শতাব্দীর আগে মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের আবশ্যক এবং পর্যাপ্ত চেতনার খোঁজ পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় পাননি। এপত্রেই বর্ণিত হবে কিভাবে আধুনিক পরিবেশ সচেতনতা প্রাচীন ভারতের নীতিশিক্ষকেরা আমাদের পূর্বসূরিদের দিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মভিত্তিক শিক্ষার কথা বলেছেন (ইসের এবং অন্যান্যরা, ২০২৪), তাঁরা একথা বলেননি কোন গ্রন্থগুলির কোন অংশগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের, শিক্ষকদের ও শিক্ষাকর্মীদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রাচীন ভারতীয় নীতিমূলক গ্রন্থগুলির তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ব্যবহারিক অভিমুখ:

'আত্মবান' ও 'ধর্ম' - তাত্ত্বিক ভিত্তি

'আত্মবান' ও 'ধর্ম' এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আত্মবান' এই শব্দটির অর্থ ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক থেকে নেওয়া হল:

প্রজহাতি যদা কামান্সর্বান্পার্থ মনোগতান্ |
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতোপ্রোগ্যোস্তদোচ্যতে || (অধ্যায়-২, শ্লোক-৫৫)

স্বামী সমর্পনানন্দ তাঁর বক্তব্যে "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ" এই অবস্থাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "...নিজের আত্মাতেই আত্মা অবস্থান করে থাকে, আর আত্মাতেই তিনি সব তুষ্টি পান মানে বাইরের কোনো জিনিসের ওপর তাঁর তুষ্টি নির্ভর করে না।" এধরণের মানুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। 'ধর্ম' এই শব্দের অর্থও ভগবদ্গীতার অপর দুটি শ্লোক থেকে নেওয়া হলো:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (অধ্যায়-৪, শ্লোক-৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ॥ (অধ্যায়-৪, শ্লোক-৮)

স্বামী সমর্পনানন্দ আচার্য শঙ্করের দ্বারা ব্যক্ত অধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, "অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স এই দুটোর যখন হানি হয়ে যে পরিস্থিতি হবে, সেই পরিস্থিতিই অধর্মের অভ্যুত্থানকে আহ্বান করে নিয়ে আসবে।" তাহলে ধর্ম কি? ধর্ম হলো ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি। অভ্যুদয়ের অর্থ "জাগতিক উত্থান" এবং নিঃশ্রেয়সের অর্থ "বৈরাগ্যভাব"। এই দুই বিপরীত বিষয় সহাবস্থান করলেই ফলত ধর্ম বিরাজ করে সেই সমাজে।

প্রাচীন ভারতীয় নীতিমূলক গ্রন্থগুলি রাজাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বদা আত্মবান হতে ও ধর্মের পালন করতে বলে থাকে।

তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ব্যবহারিক অভিমুখের সমন্বয়

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০ পৃ-৩,৭,১৫) একটি ছেষট্টি পৃষ্ঠার নথি কিন্তু সেখানে ইংরেজিতে তেইশবার 'নীতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রগঠন, দায়িত্বশীলতা, প্রক্ষোভিক পরিপক্কতা এই সমস্ত এবং আরো কিছু মাত্রায় নীতিটি আশা করে আগামী দিনের শিক্ষার্থীরা পূর্ণতা লাভ করবে। এই একই শিক্ষানীতিতে মোট সাতবার 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা', দুবার 'বৃহদুপাত্ত', ছ'বার 'যন্ত্রশিক্ষণ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বৃহদুপাত্ত ও যন্ত্রশিক্ষণ এই দুই বস্তু কৃবুর দুই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে কৃবু সংক্রান্ত উল্লেখ পাওয়া যায় পনেরো বার। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা অভ্যুদয়ের পরিচায়ক। জীবনকে নীতিগত দিক থেকে শৃঙ্খলিত করা নিঃশ্রেয়সের পরিচায়ক। শিক্ষানীতি ২০২০ এই দুয়েরই ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুতরাং এই শিক্ষানীতি আচার্য শঙ্করের দর্শনানুযায়ী হল একটি ধার্মিক শিক্ষানীতি। নীতিনৈতিকতার ওপর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক হলেও কৃবুকে উপেক্ষা করে শিক্ষানীতি চলতে চায়না। সুতরাং গবেষক মনে করে যে সেই উদ্দেশ্যেই আগুয়ান হতে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি গ্রন্থ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিক সমাজকে সহায়তা করবে।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* রাষ্ট্রনীতির প্রবরদ্বয় শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতিকে প্রণামপূর্বক আরম্ভ হয়েছে (শামাশাস্ত্রী, ১৯১৯ পৃ-১)। সুতরাং বোঝা যায় যে তাঁদের গ্রন্থ কৌটিল্যের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। সেইহেতু প্রথমে এই দুই গ্রন্থের মূলবক্তব্য বিশ্লেষিত হবে। যদিও *'বৃহস্পতিসূত্র'* নামক যে গ্রন্থ আজ পাওয়া যায় সেটি মূল *বৃহস্পতিসূত্র* গ্রন্থটি নয়, তবুও তার নীতিমূলক অংশগুলি মূল গ্রন্থের অনুকরণেই রচিত বলে ধরে নেওয়া যায় (দত্ত, ১৯২১ পৃ-১৬)। আচার্য বৃহস্পতি একেবারে শুরুর সূত্রেই তাঁর গ্রন্থের তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যক্ত করেছেন (*বৃহস্পতিসূত্র*, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ও অনুবাদ: টমাস, ১৯২১ পৃ-৩২) :

"আত্মবান্ রাজা |" (রাজাকে রিপুনিসূদনকারী হতে হবে।)

"আত্মবান্ মন্ত্রিণামাপাদয়েত্ |" (রিপুনিসূদনকারীদেরকেই মন্ত্রীপদমর্যাদা দেওয়া উচিত।) [প্রথম অধ্যায়, সূত্র-১-২] [অনুবাদ গবেষকের]

'অতিনির্ভরশীলতা' শব্দটি নিজের সক্ষমতাকে অবিশ্বাস করে অথবা পরিশ্রমবিমুখ হয়ে অন্য কোনো বস্তুকে অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করা নিজের কাজ করে দেওয়ার জন্য যার ফলে শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা কমে যায় - উদাহরণস্বরূপ সংলাপমূলক কৃবু অপিপ্লকেশনগুলির ওপর শিক্ষার্থীদের অতিনির্ভরশীলতা তাদের বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতাকে হ্রাস করে (ঝাই ও অন্যান্যরা, ২০২৪

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পৃ-১)। আজকের দিনে রাজা নামক প্রতিষ্ঠানটি না থাকলেও 'রাজা' অর্থে নেতৃত্বপ্রদানকারী কোনো আধিকারিককে যদি চিহ্নিত করা যায় যেমন - শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকমহাশয়/শিক্ষিকা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা মহা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/অধ্যাপিকা, উপাচার্য - এইসমস্ত পদমর্যাদায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা নিজেরা 'আত্মবান' অর্থাৎ রিপুনিসূদনকারী যদি হতে পারেন এবং নিয়োগমূলক কমিশনে যুক্ত ও প্রশিক্ষণ-এর সাথে যুক্ত থাকলে যদি সেই ধরণের মানুষদের নিয়োগ করতে ও প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, তাহলে সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনার প্রথম উদ্বেগের উপশম সম্ভব। সুতরাং, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বপ্রদানকারী ব্যক্তিরা নিজেরা রিপুনিসূদনকারী হয়ে নিজেদের উদাহরণ রূপে যদি প্রকাশ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরাও তাঁদের থেকে শিখতে পারবে যে নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে যন্ত্রের ওপর আস্থা রাখা সঠিক নয়।

"অধর্মেণ ভুজ্যমানং সুখমসুহ্নিত্।" (অধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত সুখ বন্ধু হয় না) [দ্বিতীয় অধ্যায়, সূত্র-৫৬]

"...সত্যব্রতः শস্ত্রেষু নিষ্ঠিতः পুরুষः সগরমপি শোষয়েত্।" (সত্যব্রত, শাস্ত্রে নিরত পুরুষ সগরকেও শুষ্ক করতে সক্ষম) [দ্বিতীয় অধ্যায়, সূত্র-৫৮] [অনুবাদ গবেষকের]

এছাড়াও অতিনির্ভরশীলতার আরেকটি মাত্রা রয়েছে: কুম্ভীলকবৃত্তি। অন্যের লেখা কোনো বস্তুকে নিজের নামে পেশ করা মূল লেখককে কোনো স্বীকৃতি না দিয়ে - এরকম কাজ কে কুম্ভীলকবৃত্তি বলা হয় (কুমার, ২০২২ পৃ-২৩৪)। কুম্ভীলকবৃত্তি এক ধরণের অতিনির্ভরশীলতা হলেও এটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে তার কারণ এর বর্তমান অত্যধিক গুরুত্ব - কৃবু চালিত সফটওয়্যারগুলিকে অপব্যবহার করে আট থেকে আশী অপরের লেখাকে নিজের বলে সহজেই ব্যক্ত করতে পারবে - বিশেষ করে জননকারী কৃবুমূলক সফটওয়্যারগুলি (চেন ব এবং অন্যান্যরা, পৃ-৭৮(৮১-। নীতিশিক্ষা যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর থেকে (প্রচ্ছন্নভাবে, যাতে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে) আচার্য বৃহস্পতির উপরিউক্ত ৫৬ এবং ৫৮ নং সূত্রগুলি ও তার ব্যাখ্যা শোনা, এবিষয়ে স্তরানুযায়ী কিছু লেখা, এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক প্রদর্শন করা ইত্যাদি বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলে, তাহলে কুম্ভীলক পথানুসারী লেখকের সংখ্যা অনেকটাই প্রশমিত হতে পারে। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রয়েছেন, তাঁদের প্রশিক্ষণের সময় অথবা অন্য কোনো সম্মেলনের সময় এই সূত্রগুলি এবং এগুলির পূর্বোক্ত সূত্রগুলি তুলে ধরে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এর পরে যে নীতিশিক্ষা আসন্ন সেগুলিও সমান ভাবে স্তরানুযায়ী অনুশীলন করা প্রয়োজন।

মূল যে *শুক্রনীতি* গ্রন্থ সেটিও আজ পাওয়া যায় না। বর্তমানে তার জায়গায় যেটা পাওয়া যায় তা হল *শুক্রনীতিসার*। এ গ্রন্থের বর্ণনা পড়ে জনৈক পণ্ডিত বলেছেন বর্তমান গ্রন্থটি বহু পরে লেখা হলেও মূল গ্রন্থেরই এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (দেওধর, ২০১৯ পৃ-৩)। এগবেষকও সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গ্রন্থটিকে গ্রহণ করেছে।

শুক্রনীতিসার থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হল:

"ন ন্যূনং লক্ষ্যেৎকস্য পূরয়েত স্বশক্তিবः।
পরোপকরনাদন্যত্র স্যন্মিত্রকরং সদা ॥" (প্রথম অধ্যায়, শ্লোক-২৩১) (মিশ্র, ১৯৬৮ পৃ-৬১)

(কারো ত্রুটিগুলির দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের শক্তির দ্বারা তার ত্রুটি পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ আরেকজনের উপকার করা ব্যাতিত বন্ধুত্বস্থাপনের আর কোনো বৃহত্তর পথ নেই।)

সামাজিক মিথস্ক্রিয়ামূলক দক্ষতার ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে এটি একটি উপযুক্ত উপদেশ। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বন্ধুত্বস্থাপনের মধ্য দিয়েই হতে পারে (গ্লিক এবং রোস, ২০১১ পৃ-১৩)। বন্ধুত্বস্থাপনের জন্য চাই হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রয়োজনে সাহায্য করে আনন্দিত করা। কারোর দোষ ধরার মানসিকতা থাকলে কলহ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাবলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভুলগুলি ধরবেন না তা নয়। শিক্ষার্থীকে শোধরানোর উদ্দেশ্যে তিনি ভুল ধরবেন - এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটাই মূল, উদ্দেশ্যটাই সহযোগিতার।

"করিষ্যামীতি তে কার্যং ন কুর্যাত্কার্যলংবনম্।
দ্রাক্কুর্যাত সমর্থশ্চেত্সাংশং দীর্ঘং ন রক্ষয়েত্॥" (প্রথম অধ্যায় শ্লোক-২৩২) (মিশ্র, ১৯৬৮ পৃ-৬১)

(কাউকে 'তোমার কাজ করে দিচ্ছি' বলে তারপর না করে তার কাজে অযথা বিলম্ব করা অনুচিত। যদি করার সমর্থ থাকে তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব কাজটি করা উচিত। কাউকে দীর্ঘকাল ধরে মিথ্যে আশায় রেখে দেওয়া সঠিক নয়।) [অনুবাদ গবেষকের]

সামাজিক মিথস্ক্রিয়ামূলক দক্ষতা বর্ধনের উদ্দেশ্যে এটি একটি বড়ো উপদেশ। আজকের দিনের দুরভাষ এতটাই মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে যে কাকে কখন কি কথা দেওয়া হয় তা মনেই থাকে না। পুনরায় একই কথা দিয়ে আবার ভুলে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে এই প্রাচীন উপদেশ তুলে ধরলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী দুপক্ষই বুঝতে পারবে তাদের দায়িত্বের কথা - তবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ ও উপদেশ

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

উপস্থাপন করা ভালো কিন্তু তাদের মূল অভিপ্রায়টি একই থাকা প্রয়োজন- সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা বাড়ানো অথবা সাহিত্য পর্যালোচনায় উক্ত এপত্রের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করা| পাঁচটি গ্রন্থের প্রত্যেকটিই এরকম বহুপদেশে ভরপুর, পত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে অতগুলি তুলে ধরা সম্ভব নয়| ভট্টাচার্য (২০১৩) বলছেন, "বিদ্যালয়ে গুণীজন আমন্ত্রণ ও সাক্ষাৎকার" শ্রেণীকক্ষে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়| গবেষক এটিকে গ্রহণ করে বলতে চায় যে শুধু বিদ্যালয় স্তরেই নয়, শিক্ষক-অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সময় ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রে পারদর্শী গুণীজনদের বক্তব্য এবং মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে| সেই সব গুণীজনরা এই ধরণের ঐতিহ্যমূলক সাহিত্য থেকে উদাহরণ সহকারে সমস্যা সমাধানের পথপ্রদর্শন করতে পারবেন|

বিদূরনীতির প্রথম অধ্যায়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিচ্ছেন:

"নাপ্রাপ্যমভিবান্ছতি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্ |
আপৎসু ন চ মুহ্যন্তি নরাঃ পন্দিতবুদ্ধ্যয়ঃ ||" (প্রথম অধ্যায়, শ্লোক - ৩০) (মেনন, ১৯৫৫)

(পাওয়া সম্ভব নয় এমন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হন না যাঁরা, এবং যা চলে গেছে বা হারিয়ে গেছে তার জন্য বিলাপ করেন না এবং খারাপ সময়ে ভেঙে পড়েন না, তাঁদেরই বুদ্ধি হয়ে থাকে একজন পন্ডিতের মতো|)

উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতাবোধকে রোধ করতে হলে কি অর্জন করা সম্ভব আর কি সম্ভব নয় তার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন| সব সুযোগকেই কাজে লাগানো যায় না কিছু ছেড়ে দিতে হয়| যেমন একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার সময় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগকে দূরে রাখতে পারলে তবেই পরীক্ষাটি ভালো হবে| আর যদি পরীক্ষাটি কোনো কারণে খারাপ হয়, তার জন্য বিলাপ না করে ভবিষ্যতের গুলি কিভাবে ভালো করে দেওয়া যায় সেইটা দেখা দরকার| ফল খারাপ এলে ভেঙে না পড়ে, নিজের ত্রুটিগুলির প্রতি নজর দিলে তবেই উন্নতির সম্ভবনা - এবং তবেই উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতাবোধকে ত্যাগ করা সহজ হবে|

"একয়া দ্বে বিনিশ্চিত্য ত্রিংশ্চতুর্মির্বশে কুরু |
পন্চ জিত্বা বিদিত্বা ষট্ সপ্ত হিত্বা সুখী ভব ||" (প্রথম অধ্যায়, শ্লোক - ৫১) (মেনন, ১৯৫৫) [অনুবাদ গবেষকের]

(একের দ্বারা দুইয়ের ভেদ করে চারের দ্বারা তিনকে নিয়ন্ত্রণ করো| পাঁচকে জয় করে, ছয়কে জেনে, সাতকে ত্যাগ করে সুখী হও|)

স্বাধীন চিন্তা এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতা বর্ধনের এক উপযোগী নির্দেশ এই শ্লোকটি| এক বুদ্ধির দ্বারা দুই অর্থাৎ ঠিক বা ভুলের ভেদ করে তিন - বন্ধু, শত্রু ও নিরপেক্ষ এদের বশে আনতে হয় সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চার পন্থার সাহায্যে| পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করে, যুদ্ধের ছয় পদ্ধতির অবগত হয়ে সপ্তদোষকে ত্যাগ করে সুখী হতে হয়| সপ্তদোষ বলতে নারীর প্রতি আসক্তি, মদ্য, জুয়া, শিকার করা, কথায় কঠোরতা, অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের প্রবণতা ও অযথা অর্থব্যয় (মেননকৃত ব্যখ্যা, ১৯৫৫)| আজকের দিনে সমাজে প্রায় এই প্রত্যেকটিই প্রকটভাবে বিদ্যমান| স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তখনি একজন দুষ্টচক্রে পড়ে দোষাসক্ত হয়ে থাকে| বুদ্ধিপ্রয়োগের দ্বারা ঠিক-ভুল বিচার করতে পারলে কে বন্ধু কে শত্রু কেই বা নিরপেক্ষ তা চিনতে শিখলে এবং নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতি ব্যবহার করতে শিখলে একাধারে যেমন স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং প্রকাশ হয় তেমনি বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে এবং সৎপথে সাবধানে জীবনে চলার সক্ষমতা জন্মায়| বিদ্যালয়ের সর্বস্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের প্রশিক্ষণের সময় নীতিশিক্ষায় এধরণের নীতিনির্দেশগুলিকে তুলে ধরা উচিত বলে এই গবেষক মনে করে|

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ও প্রচ্ছন্নভাবে সাংস্কৃতিক একরূপতার বিরোধিতা করা হয়েছে| তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল:

"বিদ্যানাং তু যথাস্বমাচার্যপ্রামাণ্যান্নিনয়ো নিয়মশ্চ |" (বিদ্যাগুলির যেমন ভিন্ন ভিন্ন আচার্যদ্বারা নিয়মাবলী ব্যক্ত করা হয়েছে সেইরকমই অনুসরণ করা উচিত) (অধিকরণ-১ অধ্যায়-২)

অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের দায়িত্ব ব্যক্ত হয়েছে: অন্তপাল (সীমানা রক্ষাকারী), ভাণ্ডরীক (জাল প্রয়োগে পশুবন্দিকারী), পুলিন্দ (ব্যাধ), চন্ডাল, অরণ্যচারী (অরণ্যবাসী উপজাতিসম্প্রদায়ের মানুষ)| এঁদের দায়িত্ব দুর্গোরক্ষা করা| এছাড়াও হৃত্বিক (বৈদিক পূজারী), বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ, গোপগন (গো পালক), স্থানিক (স্থানীয় প্রশাসক), পশুশল্যচিকিৎসক, মানুষের চিকিৎসক, অশ্বকোবিদ, বার্তাবহ, গ্রামভৃতক (গ্রাম্য শ্রমিক), বৈদেহক (বণিক), করদ (যাঁরা কর দেন) এঁদেরও দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে| তবে এগুলি পুরোটাই গ্রামীণ জীবন কে নিয়ে (স. শামাশাস্ত্রী, ১৯১৯ অধিকরণ-২, অধ্যায়-১) এর থেকে অনুমান করা সহজ

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

যে কৌটিল্যের সময়ে নগরজীবনেও বৈচিত্র ছিল| বিভিন্ন বৃত্তিমূলক সমাজের মানুষ যদি গ্রামীণ জীবনে স্বীকৃতি পান এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে সেইসময়ের শহরেও কিছু ভীন্নতা অনুমান করে বেশিটাই সদৃশ এটি অনুমান করা যায়|

"দ্রব্যবনচ্ছিদা চ দেয়মত্যায়ং চ স্থাপয়েদন্যত্রাপদ্ধয়ঃ ||" (অধিকরণ-২ অধ্যায়-১৭) [অনুবাদ গবেষকের]

(কোনোরকম দুর্যোগব্যাতিত যারা উৎপাদনশীল অরণ্যের ক্ষতি করবে তাদের থেকে জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ নিতে হবে।)

এই নির্দেশটি কুপ্যাধ্যক্ষ অর্থাৎ অরণ্যোৎপাদনের অধ্যক্ষকে দেওয়া হয়েছে| এর পরেই প্রায় পঞ্চাশের অধিক বিভিন্ন অরণ্যোৎপাদিত কাঁচাদ্রব্য সম্পর্কে তালিকা দেওয়া হয়েছে| এই তালিকাটি দেখে অনুমান করা সহজ কতধরণের মানুষ অরণ্য হতে জীবিকানির্বাহ করে থাকতেন এবং তৎসম্পর্কিত কতধরনের জীবিকা ছিল| এই এতধরণের জীবিকাগুলিকে রক্ষা করার জন্য কৌটিল্য উৎপাদনশীল অরণ্যগুলিকে রক্ষা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন| যে ছবিটি উঠে এলো তা সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের, একরূপতা বিরোধী, এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষকে এমনকি প্রকৃতিকেও রক্ষা করে ও তার উৎপাদনগুলি ব্যবহার করে চলার ছবি|

এরপর শ্রীমদ্ভগবদগীতা থেকে কিছু উপদেশ পর্যবেক্ষণ করা যাক:

"ন কর্মণামনারংভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুশোঽশ্নুতে |
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ||" (অধ্যায়-৩ শ্লোক -৪) (স. স্বামী স্বরূপানন্দ)

(কাজ না করে কেউ কর্মত্যাগী হতে পারেনা, শুধুমাত্র কাজ বন্ধ করে দিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না)

"শ্রেয়ান্স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাত্স্বনুষ্ঠিতাত্।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥" (অধ্যায়-৩ শ্লোক-৩৫) [অনুবাদ গবেষকের]

(নিজধর্মে নানান ত্রুটি থাকলেও ত্রুটিহীন পরধর্মপালন করার চেয়ে তা শ্রেয়, নিজধর্মে মৃত্যুও ভালো; পরধর্ম ঘর সঙ্কটময়)

গীতা থেকে গৃহীত শ্লোকদুটি প্রত্যক্ষভাবে অসম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার বিরোধী| শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকেই বলেছেন যে কাজ না করে থাকা অসম্ভব| তাই কর্মযোগী অথবা কর্মত্যাগী যদি হতে হয় কাউকে, তাহলে কর্মের মধ্যে দিয়েই হতে হবে| কিন্তু কি ধরণের কর্ম করা উচিত? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন নিজধর্মানুযায়ী কর্মই করা উচিত পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়| নিজধর্মানুযায়ী কর্ম অর্থাৎ শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীর উপযুক্ত কর্ম করবে, শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের ধর্ম উপযুক্ত ভাবে পালন করবেন, এবং শিক্ষাকর্মী এবং আধিকারিকরা তাঁদের ধর্ম উপযুক্ত ভাবে পালন করবেন| এবং কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেই বাস্তবজগতে নিজধর্মানুযায়ী কর্ম করে যেতে হবে| তাদের কাজে যেন তাঁদের ধর্ম ব্যতীত অন্যের ধর্মের ইঙ্গিত না পাওয়া যায় - গেলে ধর্ম পালনে গাফিলতি হবে| দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা থেকে শিক্ষাসমাজ বিচ্যুত হবে এবং অসম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার নেতিবাচক প্রভাব নতুন প্রজন্মকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য করে তুলবে (উলুগ এবং অন্যান্যরা, ২০১১ পৃ-৭৪২| তবে এইসব বিচ্যুতিগুলি আজকের দিনে ঘটমান তাই সেগুলির প্রশমনে এইধরণের উপদেশগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে|

মানুষের কাজের অবাধ যান্ত্রিকীকরণের বিরোধিতায় আলাদাকরে কোন শ্লোক উদ্ধৃত করা হলো না| উপরিউক্ত শ্লোকগুলির উপদেশাবলী অনুযায়ী যদি আত্মবান, ধর্মে নিরত, পরধর্ম ও অধর্ম ত্যাগী, শাস্ত্রে একাগ্র, সত্যভাষণে ও কর্মে দৃঢ়, উপকারী, সাধনযোগ্য লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত, পরিবেশ-জীববৈচিত্রের প্রতি সচেতন, আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী গড়ে তোলা যায়, সেক্ষেত্রে অবাধ যান্ত্রিকীকরণের সমস্যাই আর থাকে না| এইসমস্ত গুণগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেই মানুষ যন্ত্রের মতো হয়ে যায় - নীতিশূন্য| তাই মানুষের মনের যান্ত্রিকীকরণ রোধ করতে নীতিশিক্ষা ব্যাতিত অন্য কোনো পথ নেই| আর মনের যান্ত্রিকীকরণ রুদ্ধ হলেই কাজেও যান্ত্রিকীকরণ রুদ্ধ হবে| আমরা যা যা করি তা তা প্রথমে মনে আসে এবং তার পরেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে কাজটি করি| দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা যন্ত্রের করা কাজকে নীতির আলোকে ফেলে তারপরেই সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রেরিত করবে| সুতরাং মানুষের অবাধ যান্ত্রিক আচরণ রোধ হবে|

আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়ের নব্বই শতাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বাংলা মাধ্যমে রাজ্য শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করে (আনন্দবাজার- ১১/০১/২০২৫, গৃহীত- ১৯/১১/২০২৫)| পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে বিদ্যালয়স্তরের পুস্তকাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় নীতিশাস্ত্রমূলক কোনো গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা নেই (বাংলারশিক্ষা, গৃহীত- ১৯/১১/২০২৫)| একথা সঠিক যে সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে, পরিবেশের গ্রন্থে কিছু নীতিমূলক নির্দেশ ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে| কিন্তু বর্তমান শিক্ষানীতির (জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০)ছেষট্টি পাতায় তেইশবার 'নীতি' উল্লেখ করে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেই গুরুত্বের প্রতি এইভাবে সুবিচার করা হয়না|

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সেক্ষেত্রে একটি ভিন্ন নীতিমূলক গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন| প্রত্যেক শ্রেণীতে না হলেও পঞ্চম, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীগুলিতে নীতিশিক্ষা আরম্ভ করা উচিত ও এর ওপর ১০০ নম্বরের পর্ষদের পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন| বিশেষকরে যে সমস্ত নীতিগত সমস্যা ও উদ্বেগসমূহ আজ প্রবল হয়ে উঠেছে| নীতিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দিলে পড়াশোনার ভার খুব বেশি কখনোই বেড়ে যাবে না কারণ বয়সে ছোট হলেও নীতিচেতনা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে| তবে পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত বড় না হয়ে যায় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন| বাড়িতে, বিদ্যালয়ে অথবা বন্ধুদের মধ্যেও ব্যক্তি সময়ে সময়ে অবিধিবদ্ধভাবে নীতিশিক্ষা গ্রহণ করে| সেটিকে তারা পুনরায় মনে করতে, ঝালিয়ে নিতে এবং আলাদা করে গুরুত্বসহকারে মনে রাখতে পারবে| বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ও মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে একই সমাধানের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে (নিচে)|

মহাবিদ্যালয় স্তরেও পশ্চিমবঙ্গে এবং দেশের অন্যত্রও নীতিগত উপদেশের ব্যবস্থা নেই| একমাত্র স্বল্পকিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন রামকৃষ্ণ মিশন তার মহাবিদ্যালয়গুলিতে 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য' নামক একটি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে (বিদ্যামন্দির, ২০২৩ গৃহীত- ১৯/১১/২০২৫) (নরেন্দ্রপুর, ২০২৩ গৃহীত- ১৯/১১/২০২৫)| এগবেষক মনে করে আমাদের রাজ্যে এবং দেশের মহাবিদ্যালয়গুলিতে 'ভারতীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্য' নামক একটি পাঠ্যক্রম যেকোন একটি বর্ষে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে| 'বৌদ্ধিক' কথাটি নতুন মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করা ছাত্রছাত্রীদের কাছে 'আধ্যাত্মিক' কথাটির চেয়ে বেশি আকর্ষক হওয়াটা বয়সের দিক থেকে স্বাভাবিক| তবে সেই পাঠ্যক্রমে যে ধরণের নীতিশিক্ষা এপত্রে আলোচিত হয়েছে সেই মতো করে সমসাময়িক সমস্যাগুলিকে ও উদ্বেগসমূহকে নীতিনির্দেশাবলীর সাথে সংযুক্ত করে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন| এছাড়াও অল্পকিছু ক্রীড়াসংক্রান্ত, সাহিত্যসংক্রান্ত ও ইতিহাসসংক্রান্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত পাঠ্য থাকতে পারে| তবে ষাট শতাংশ উপাদান (অর্থাৎ বৃহদাকার) নীতিসম্পর্কিতই থাকুক| আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে পাঁচ পাতার একটি ছোট অধ্যায় যথেষ্ট| এইবয়সের ছাত্রছাত্রীদের আধ্যাত্মিকতায় উৎসাহ বেশি না থাকাই স্বাভাবিক| তবে এব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে এখনকার যেসমস্ত নীতিগত সমস্যাগুলি শিক্ষাসমাজকে তাড়িত করছে সেগুলির প্রত্যেকটিই যেন সমাধান সহকারে সেই পাঠ্যক্রমে থাকে| তবে এক্ষেত্রেও পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত বড় না হয়ে যায় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন|

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে 'গবেষণা ও প্রকাশনা নীতি' (ইউজিসি, ২০১৯ গৃহীত- ১৯/১১/২০২৫) নামক একটি পত্র প্রত্যেক হবু গবেষককে পড়তে হয়| সেখানে পুরো পত্রেই পাশ্চাত্য দর্শনের দিক থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে| এইখানে দৃষ্টিভঙ্গি বদল করে ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টি ভঙ্গি আনয়ন করা প্রয়োজন| এগবেষক অন্যত্র ইংরেজিতে লিখিত গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেছে যে আজকের বেশিরভাগ গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমূলক বিষয় প্রাচীন ভারতে আলোচিত এবং গৃহীত হয়েছিল (ভট্টাচার্য, ২০২৫ পৃ-১৫৫-১৬০)| যেবিষয়ে ভারতের অবদান রয়েছে, সেখানে অন্য জায়গা থেকে গ্রহণ করা সঠিক নয়| বরং যেখানে ভারতের ঐতিহ্যে বিচ্ছেদ রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় মান্যতা সহকারে বিদেশিদের কাজ গ্রহণ করা যায়|

শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপকবৃন্দের সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে| নবনিযুক্ত হয়ে ও পরবর্তী সময়ে - উভয় ক্ষেত্রেই নানা প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে| সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এধরণের নীতিনির্দেশ অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন| নবনিযুক্ত অধ্যাপকদের জন্য 'সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্য্যসূচি' গ্রহণ করা হয়ে থাকে| তাঁদের এই কার্যসূচিতে এধরণের নীতিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যা এখনো করা হয়নি| এছাড়া অন্য অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা যখন প্রশিক্ষণে যান তখন যেন তাদের এবিষয়গুলিতে নির্দেশদান করা হয়| এখানেও মনে রাখা প্রয়োজন যে অতিরিক্ত নীতিকথা বলে প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটিকে যেন একঘেয়ে ও বিরক্তিকর না করে তোলা হয়| সেক্ষেত্রে হিতের বদলে তার বিপরীতই হবে|

সং	শিক্ষার স্তর	নৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ
১	বিদ্যালয়	৫ম, ৯-১০ম, ১১১২শ- এই স্তরগুলিতে বর্তমান সমস্যাকে কেন্দ্র করে সহনীয় কিন্তু বাধ্যতামূলক নীতিশিক্ষার পাঠ্যক্রম (শিক্ষকদের ক্ষেত্রে **সং-৫** দেখুন)
২	মহাবিদ্যালয়	'ভারতীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্য' নামক একটি পাঠ্যক্রম যেকোন একটি বর্ষে বাধ্যতামূলক করা| পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত বড় না হয়ে যায় যেন (অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে **সং-৫** দেখুন)
৩	বিশ্ববিদ্যালয়- ১ (শিক্ষাকর্মী)	নবনিযুক্ত বিষয়ক ও পরবর্তী প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর না করে তুলে এধরণের নীতিশিক্ষা প্রদান

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

৪	বিশ্ববিদ্যালয়- ২ (হবু গবেষক)	'গবেষণা ও প্রকাশনা নীতি' নামক পত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বদল করে ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টি ভঙ্গি আনয়ন করা প্রয়োজন
৫	বিশ্ববিদ্যালয়- ৩ (অধ্যাপক)	নবনিযুক্তদের 'সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্য্যসূচি' ও পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশিক্ষণমূলক কার্যসূচিতে এই গ্রন্থগুলির থেকে উপযুক্ত নীতিনির্দেশ প্রদান করা কার্জক্রমটিকে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর না করে তুলে

সারণি-১: আলোচনা সারণি আকারে উপস্থাপিত হলো

উপসংহার

এপত্রে সমসাময়িক কালের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত যেসমস্ত নীতিগত সমস্যা ও উদ্বেগসমূহ প্রবল আকার ধারণ করেছে, সেইসব সমস্যাগুলির সমাধানে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র কি ভূমিকা পালন করতে পারে তা প্রদর্শনের প্রচেষ্টা হয়েছে। উপরে আলোচনা অংশে একটি সম্ভাব্য পথ প্রদর্শিত হয়েছে। এমন ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে এই সমস্যাগুলি আগে ছিল না। এগুলি আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতি কোনো সমস্যার গুরুত্ব তুলনায় অধিক ও কোনো সমস্যার গুরুত্ব তুলনায় লঘু করে তোলে। কৃবুও নতুন সময়ে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেই একই কাজ করেছে। তবে একথা বলা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভাবনায় ব্যাপকতা এতটাই ছিল যে তার কয়েক সহস্র বছর পরেও সেগুলি প্রাসঙ্গিক এবং সম্পূর্ণ অন্য ধরণের পরিস্থিতেও প্রাসঙ্গিক যে পরিস্থিতির কথা সেসময়ে জানা ছিল না। এখানেই ভারতীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়।

তথ্যসূত্র

Anser M.K. and Adebayo T.S. (2025). AI-driven renaissance: Revolutionizing technology through industrial artificial intelligence in European economies. *Technology in Society, 84* (2026) 103129: p.1-2

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open, 2* : p.9 http://dx.doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001

Bhattacharjee, B. (2025). Axiological Foundations of Contemporary Research Embedded in Indian Knowledge systems. *The Global Journal of Contextual Thought*, *1*(2), 155-60.

Chen, B. et al. (2024). Plagiarism in the Age of Generative AI: Cheating Method Change and Learning Loss in an Intro to CS Course. *Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Learning @ Scale (L@S '24), July 18–20, 2024, Atlanta, GA, USA.* https://doi.org/10.1145/3657604.3662046

D.O.No.F.1-1/2018/Journal (CARE). (2019). *University Grants Commission*

Damar, M and Erenay, F.S. (2024). Super AI, Generative AI, Narrow AI and Chatbots: An Assessment of Artificial Intelligence Technologies for the Public Sector and Public Administration. *Journal of AI* p.86-7. https://www.researchgate.net/publication/383407614

Datta, Bhagavad. Introductory Remarks. In *Brihaspati Sutra* (tr. Thomas). Lahore. The Punjab Sanskrit Book Depot (1921) p.8-9

Deodhar, Satish. (2019). *Economic Sutra*. In IIMA book series, India.Penguin Portfolio: p.3

Devecka, M. (2013). DID THE GREEKS BELIEVE IN THEIR ROBOTS? *The Cambridge Classical Journal* - 59: 55 doi:10.1017/S1750270513000079

Elali, F.R. and Rachid, L.N. (2023). AI-generated research paper fabrication and plagiarism in the scientific community. *Patterns (N Y)* 10;4(3):100706, p.1 doi: 10.1016/j.patter.2023.100706

e-Textbook. (n.d.). School Education Department, *Government of West Bengal*. https://banglarshiksha.wb.gov.in/Frontend/e_textbook

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought

(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)

Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: *www.tgjct.org* Email: *editor@tgjct.org* ISSN: 3107-7528 *(Online)*

Giarmoleo, F.V. et al. (2023). What ethics can say on artificial intelligence: Insights from a systematic literature review. *Business and Society Review* p.10-18 DOI: 10.1111/basr.12336

Gocen, A. and Bulut, M.A. (2024). Teaching Ethics in Teacher Education: ICT-Enhanced, CaseBased and Active Learning Approach with Continuous Formative Assessment. *Journal of Academic Ethics* (2024) 22: p.463 https://doi.org/10.1007/s10805-024-09503-0

https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7

Indian Culture and Spiritual Heritage. (2023). M.A./M.Sc. FIRST SEMESTER EXAMINATION, JANUARY 2023. *RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA*

Introducing ChatGPT. (2022). *OpenAI*. https://openai.com/index/chatgpt

Isser, S.S. et al. (2024). Value-based education in NEP 2020: fostering ethical and moral growth through Dharma. *Asian Education and Development Studies* Vol. 13 No. 5, p.589-91 DOI 10.1108/AEDS-06-2024-0121

Kayalp, F. et al. (2024). Enhancing Competence for a Sustainable Future: Integrating Artificial Intelligence–Supported Educational Technologies in Pre-Service Teacher Training for Sustainable Development. *European Journal of Education, Research, Development and Policy* 60:e12865 p.4 https://doi.org/10.1111/ejed.12865

Kim, D. and Kim, S. (2024). Generative AI Characteristics, User Motivations, and Usage Intention. *Journal of Computer Information Systems* https://doi.org/10.1080/08874417.2024.2442438

Menon, P.N. (1955). Vidura-Niti. In *Indian Classics*. Palghat-Malabar. The Scholar Press

Mouta, A. et al. (2023). Uncovering Blind Spots in Education Ethics: Insights from a Systematic Literature Review on Artificial Intelligence in Education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education* - 34: p.1180 https://doi.org/10.1007/s40593-023-00384-9

National Policy of Education. (2020). Ministry of Education. Government of India.

Prospectus. (2023). Narendrapur Campus. *Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute*

Roser, M. (2022). The brief history of artificial intelligence: the world has changed fast – what might be next? *Our World in Data*| https://ourworldindata.org/brief-history-of-ai

Roy, M. (2021). An Exploratory study on Origin of AI: Journey through the Ancient Indian Texts and other technological descriptions, its past, present and future. *Turkish Online Journal of Qualitative Enquiry* – p.10265. https://www.researchgate.net/publication/354330413

Singh, S. (2023). Artificial Intelligence – Reality or Myth. *Journal of Conservative Dentistry and Endodontics*| https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10823975 পৃ- ১

Swarupananda, Swami. (1967). Tr. *Shrimad-Bhagavad-Gita*. Calcutta. Advaita Ashrama

Thomas, F.W. (1921). A Brihaspati Sutra. In *Brihaspati Sutra* (tr. Thomas). Lahore. The Punjab Sanskrit Book Depot: p.32

Tress, D.M. (1998). Environmentalism's relation to the history of Western Philosophy. *GLOBAL BIOETHICS* Vol-11, N 1-4 p.69-76

Tuomi, I. (2022). Artificial intelligence, 21st century competences, and socio-emotional learning in education: More than high-risk? *European Journal of Education* 57:612 DOI: 10.1111/ejed.12531

Ulug M. et al. (2011). The effects of teachers' attitudes on students' personality and performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 30: p.742 doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.144

Vertiainen et al. (2024). ChatGPT and imaginaries of the future of education: insights of Finnish teacher educators. *Information and Learning Sciences* Vol. 126 No. 1/2, p.85-86 DOI 10.1108/ILS-10-2023-0146

Zelinova, Z. and Bijon, M. (2023). Certain Aspects of the Limits of Socratic Dialogue in Moral Education. *Ruch Filozoficzny* p.3 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2024.04

All rights reserved. © 2025-2026

Zhai, C et al. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review. *Smart Learning Environments* 11:28 p.1, 22-23

সমর্পনানন্দ, স| (২০১০(| অধ্যায়২-, শ্লোক৫৫- এবং অধ্যায়-৩, শ্লোক-৭ব্যাখ্যা) ৮-)| *শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রসঙ্গে বক্তৃতাসমূহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকটে, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পাঠ্যক্রমানুসারে স্বামী সামপানানন্দ কর্তৃক|* পৃ-৭০-১৮-৭১ এবং ১১৭

শামাশাস্ত্রী, শ| (১৯১৯(| বিনযাধিকারিকম্ - প্রথমাধিকারিকং | *কৌটিলিযং অর্থশাস্ত্রম্* | মহীশুর| সরকারি শাখা মুদ্রণালয়| পৃ-১

মিশ্র ব| (১৯৬৮(| প্রথম অধ্যায়| *শুক্রনীতিঃ 'বিদ্যোতিনী' হিন্দিব্যখ্যোপেতা*| বারাণসী| শ্রী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস

অনলাইন সংবাদদাতা| (২০২৫)| সরকারি স্কুলেই পড়ার আগ্রহ বাংলার পড়ুয়াদেরদাবি কেন্দ্রীয় রিপোর্টে !| *আনন্দবাজার* (১১২০২৫/০১/, গৃহীত(২০২৫/১১/১৯ -

All rights reserved. © 2025-2026